International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

মসজিদে পুরুষদের সাথে মহিলাদের সালাত আদায়: একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা

Women's Performing Salah with Men in the Mosque: An Analytical Discussion

Mohammad Rabiul Alam

Lecturer, Department of Islamic Studies, University of Chittagong

প্রতিপাদ্যসার

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর যুগে জুমা এবং দুই ঈদের জামাআতসহ মসজিদে জামাআতে নারীরা অংশ গ্রহণ করত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর যুগ থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর যুগ পর্যন্ত এ ধারা সাধারণভাবে অব্যাহত ছিল। কিন্তু ফেতনার ভয়ে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নারীদেরকে মসজিদে জামাআতে অংশগ্রহণ করাকে অপছন্দ করেন। পরবর্তীতে অনেকে এটি অপছন্দ করেন এবং ফকিহগণ তাঁদের মসজিদে যাওয়াকে মাকরূহ বলে ফতোয়া দেন। এভাবে নারীদের মসজিদে উপস্থিত হয়ে পুরুষদের জামাআতে অংশগ্রহণ করার ধারাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী উলামায়ে কিরামও উক্ত অভিমত সমর্থনের কারণে অধ্যাবধি নারীরা মসজিদের জামাআতে উপস্থিত হন না। মাযহাবপন্থীরা এখনো এ মতের উপর অটল রয়েছেন। মাযহাব চতুষ্টয়ে শর্তসাপেক্ষ নারীদের কয়েক ওয়াক্তের জামাআতে অংশগ্রহণের অনুমতি রয়েছে; কিন্তু তা এখনকার মাযহাবি আলিমগণ তা বৈধ মনে করেন না। ফলে স্থায়ীভাবে নারীরা মসজিদে জামাআতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। অপরদিকে বর্তমানে বিশ্বের কতিপয় গবেষক বিশেষকরে সালাফিদের মতে, নারীরা পূর্বের মতো এখনো মসজিদে জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তাদের ফতোয়া ও প্রচারণার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের নারীরা মসজিদে জামাআতে অংশগ্রহণ করে নামায আদায় করছেন। উভয় মতের কারণে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি বিভিন্ন এলাকায় এ নিয়ে ফেতনা—ফ্যাসাদের সৃষ্টিও হচ্ছে। এ প্রবন্ধে গুণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা মনে করি, সাধারণভাবে সোসাইটির নারীরা তাদের সোসাইটির মসজিদে নিয়মিত ওয়াক্তের জামাআতে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। অপরদিকে যেসব নারী ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে ঘরের বাইরে অবস্থান করেন, তারা তাদের নিকটস্থ মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন; তবে এ ক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

Abstract

During the era of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, women used to perform the Salah with Jamaat in the mosque, including Friday and two Eid Jama'ats. This trend had been continued from the era of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam to the Khalif Hazrat Abu Bakr Siddiq Radiyallahu Tayala Anhu

in general. But Due to the fear of temptation between men and women, Hazrat Umar Farooq Radiyallahu Tayala Anhu had disliked women's performing their Salah in the mosque with Jamaat. Later many scholars disliked it and the Islamic Jurists considered it as 'makrooh'. Thus, the trend of women attending the mosques for performing their prayers in men's Jama'at was stopped. Later most of the Ulama e-Kiram also supported the opinion above. As a result, women do not attend the Masjid for performing their daily prayers five times with Jama'at until now. The followers of Madhhab still hold to this point of view. In four schools of thoughts in Islam, women are allowed to participate in Jama'at for a few times. But recently madhab scholars do not consider it as valid. As a result, women are permanently prevented from participating in the mosque Jama'at. On the other hand, according to the some researchers in the world, especially the Salafis, women can still participate in the Jama'at of the mosque as before. As a result of their fatwas and campaigns, women from different countries are now participating in their prayer with Jama'at in the mosques. Both the point of views have created confusion in the thinking of the Muslim people. Although, temptation is being created in different areas. In this article an attempt is made to resolve the confusion created by using qualitative methods. We think that women in the society in general are not required to attend regular five times performing their Salah with Jama'at in their society mosques. On the other hand, women who stay outside the home for their personal, social, political, etc. reasons, can participate in the Jama'at of their nearest mosque; However, in this case, there should be necessary provision for women in the mosque performing their five times Salah.

বিষয়সূচক শব্দ [Keywords]: সালাত আদায় (Performing Salah), নারী-পুরুষ (Women-men), জামাআত (Jama'at), মসজিদ (Mosque), সালাফি(Salafi), মাযহাব (madhhab)।

ভূমিকা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর যুগে নারীদের মাসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করা বৈধ ছিল। কারণ রাসুলুল্লাহ স্বীয় সাহাবিদেরকে বলতেন, তোমাদের স্ত্রীগণ যদি মসজিদে আসতে চায়, তাহলে তাদেরকে বারণ করো না। ফলে সাহাবিগণ তাঁদের স্ত্রীদেরকে মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি দিতেন। এ কারণে মহিলা সাহাবিগণ মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করতেন। মূলত সেই যুগে মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করা নারীদের জন্য প্রয়োজনও ছিল। কারণ তাঁদের সময়টি ছিল কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হওয়ার যুগ। সেই যুগে কুরআন মাজিদ নাযিলের মাধ্যমে শরিআতের নতুন বিধি—বিধান ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হচ্ছিল, যা জানা তাদের জন্য জরুরি ছিল। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নারীদেরকে তাদের ঘরেই নামায পড়ার প্রতি উৎসাহিত করে বলতেন, তোমরা (পুরুষ সাহাবিগণ) তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না। তবে তাদের নামাযের জন্য তাদের ঘরই সর্বোত্তম স্থান। মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা নুবুআতের যুগে ছিল, তা সাহাবিযুগে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া ফেতনার সম্ভবনা বৃদ্ধি পাওয়ায় হযরত ওমর ফারূক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সহ অনেকে এটি অপছন্দ করতেন। পরবর্তীতে ফকিহগণ নারীদেরকে মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করাকে মাহরূহ বলে ফতোয়া দেন। ফলে মসজিদের জামাআতে নারীদের অংশগ্রহণ হ্রাস পেতে থাকে। পরবর্তী মুজতাহিদগণ শর্তসাপেক্ষে তাদেরকে সীমিতভাবে মসজিদের জামাআতে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। তদুপরি নারীরা মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থেকেছে। মাযহাবি আলিমদের মতে, শর্তসাপেক্ষে এ অনুমতি বর্তমানেও বিদ্যমান; তবে এখনকার মাযহাবি

মুকাল্লিদ আলিমগণ এ অনুমতিও মানতে নারায। যদিও তাদের এ নারাযি শরিআতে গ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে সালাফিদের মতে, নারীরা সাধারণভাবে মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করবে এবং এটি তাঁদের জন্য উত্তম। তাদের ফতোয়া মতে, নারীরা বিভিন্ন মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করছেন। এ দুই ধারার কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রবন্ধে মাযহাবি আলিম ও সালাফিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দলিলাদি তুলে ধরে যৌক্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে।

মসজিদের জামাআতে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে মাযহাবি ও লা—মাযহাবি তথা সালাফিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে মাযহাব চতুষ্টয় ও সালাফিদের অভিমত তুলে ধরা হলো।

ক. হানাফি মাযহাবের অভিমত:

হানাফি মাযহাব মতে, জামাআতে নামাজ আদায় করা পুরুষদের ওপর ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ;নারীদের ওপর নয়। তাদের জন্য জামাআতে অংশগ্রহণের অনুমতি আছে মাত্র। এ নিয়ে হানাফিদের মধ্যে দু' টি অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমত: মুতাকাদ্দিমিন তথা পূর্ববর্তী আলিমদের মতে, যুবতী নারীদের পুরুষের জামাআতে অংশগ্রহণ করা সাধারণভাবে মাকরূহে তাহরিমি। কেননা, তাদের কারণে কিংবা তারা নিজেরাই ফেতনায় লিপ্ত হবার প্রবল ভয় রয়েছে। তাঁরা বলেন,

أَنَّ خُرُوجَهُنَّ سَبَبُ الْفِتْنَةِ بِلَا شَكٍّ، وَالْفِتْنَةُ حَرَامٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া নিঃসন্দেহে ফেতনার কারণ। ফেতনায় লিপ্ত হওয়া হারাম আর যা ফেতনার দিকে নিয়ে যায়, তাও হারাম।" তাঁরা মনে করেন, এ ফেতনার আশঙ্কার কারণে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নারীদেরকে মসজিদে আসা থেকে বারণ করেন।''[১]

বৃদ্ধা নারীদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ এর মতে, বৃদ্ধাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্তসহ ঈদ ও জুমার জামাআতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। কারণ যে কারণে তাদেরকে মসজিদে আসা থেকে বারণ করা হচ্ছে তা হল যৌবিক চাহিদার ফলে ফেতনায় লিপ্ত হবার ভয়। বৃদ্ধাদের যেহেতু যৌবিক চাহিদা থাকে না, সেহেতু পুরুষদের জামাআতে সাধারণভাবে তাদের উপস্থিত হবার অনুমতি রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এর মতে, শুধু ফজর, মাগরিব ও ঈশার জামাআতে উপস্থিত হবার অনুমতি রয়েছে। কারণ ওই তিন ওয়াক্তে ফেতনাবাজরা তাদের নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে বা ঘুমিয়ে যায়। এ জন্য তাদের দ্বারা ফেতনার সৃষ্টির সম্ভবনা নেই; কিন্তু যোহর, আসর, জুমা এবং ঈদের জামাআত উপস্থিত হবার অনুমতি নেই। কারণ এ সময় ফাসিকদের চলা—ফেরার কারণে ফেতনার সম্ভবনা রয়েছে। এ তিন সময়ে মহিলারা মসজিদে গেলে নারী—পুরুষ একে অন্যকে দেখবে কিংবা পরস্পরের মেলামেশার সুযোগ হবে। এতে নারীরা পুরুষের প্রতি অথবা পুরুষরা নারীদের প্রতি আকর্ষিত হতে পারে। যে কেনো এক পক্ষ থেকে ফেতনার সম্ভবনা রয়েছে। ইমাম ইবনুল হুমাম ইমাম আবূ হানিফা রা. এর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২] ইমাম কাসানী বলেন,

هَذَا الْخِلَافُ فِي الرُّخْصَةِ وَالْإِبَاحَةِ فَأَمَّا لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَخْرُجْنَ فِي صَلَاةٍ

"উলামায়ে কিরামের এ মতবিরোধটি জামাআতে বৃদ্ধাদের উপস্থিত হবার নিছক অনুমতির ব্যাপারে হয়েছে। নতুবা কোনো ওয়াক্তের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া মহিলাদের জন্য উত্তম নয়। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।''[৩]

দ্বিতীয় অভিমত: অধিকাংশ মুতাআখখিরীন তথা পরবর্তী আলিমদের মতে, যুবতী এবং বৃদ্ধা কারো জন্য জুমা ও ঈদের নামাযসহ পুরুষদের কোনো জামাআত শরিক হবার অনুমতি নেই; তথা মাকরূহে

তাহরিমি।[৪] পূর্ববর্তী ইমামগণ যে কারণে বৃদ্ধাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, সেই কারণও বর্তমানে অনুপস্থিত। বর্তমানে বৃদ্ধাদেরও ফেতনায় লিপ্ত হবার সম্ভবনা রয়েছে। তাই তাদেরও ঘর থেকে বের হয়ে জামাআতে শরিক হওয়া অবৈধ। ইমাম আবু হানিফা রা. যে কারণে বৃদ্ধাদের ফজর, মাগরিব ও ইশার জামাআতে শরিফ হবার অনুমতি দিয়েছেন, সেই কারণও বর্তমানে অনুপস্থিত। কারণ বর্তমানের ফেতনাবাজরা এ তিন সময়ে নিজের কাজে না ব্যস্তও থাকে, না ঘুমায়; বরং শিকারের জন্য ওঁপপেতে থাকে। এ তিন সময়ে ফেতনায় লিপ্ত হবার সম্ভবনা দিনের চেয়ে অধিক বেশি। তাই ফেতনার ভয়ের কারণে যদি যোহর ও আসরের জামাআতে উপস্থিত হবার অনুমতি না থাকে, তাহলে ফজর, যোহর ও ঈশার জামাআতেও উপস্থিত হবার অনুমতি নি:সন্দেহে থাকতে পারে না।[৫] তদুপরি ঘরে নামায আদায় করা তাদের জন্য উত্তম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

"নারীদের আভ্যন্তরীণ কক্ষের নামায সীমানার ভেতরের কক্ষের নামায থেকে উত্তম এবং ঘরের ছোট প্রকোষ্ঠে আদায় করা নামায বাড়ির সীমানার ভেতরের অন্য কক্ষের নামায থেকে উত্তম।''[৬]

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন—

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا

"নারীদের ঘরের ছোট প্রকোষ্ঠের নামায আভ্যন্তরীণ যে কোনো কক্ষের নামাযের থেকে উত্তম এবং আভ্যন্তরীণ যে কোনো কক্ষের নামায সীমানার ভেতরের অন্য কক্ষের নামায থেকে উত্তম।''[৭] এভাবে আরো বহু হাদিস শরিফ রয়েছে, যদ্দারা সুস্পষ্টভাবে যায় যে, মহিলাদের ঘরে আদায়কৃত নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে উত্তম। ঘরের মধ্যেও সাধারণ কক্ষে নামায পড়ার চেয়ে আভ্যন্তরীণ ছোট প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা উত্তম। তাদের এবং তাদের ইবাদতের গোপনীয়তার প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

খ. মালিকি মাযহাবের অভিমত

পুরুষের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে এমন বৃদ্ধা মহিলা নামাযের জন্য মসজিদে এবং ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়া বৈধ ; কিন্তু না যাওয়াটা উত্তম। এভাবে ফেতনার সম্ভবনা নেই এমন যুবতী মহিলাদের মসজিদে যাওয়াও বৈধ; তবে ফেতনার সম্ভবনা থাকলে, সাধারণভাবে যুবতীদের মসজিদে যাওয়া বৈধ নয়। [৮]

আল্লামা ইবন রুশদ মহিলাদেরকে চার ভাগে ভাগ করেছেন।

এক. পুরুষের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে এমন বৃদ্ধা মহিলা ফরজ নামাযের জন্য মসজিদে এবং ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যেতে পারবে। আর স্বীয় পরিবার বা আত্মীয়—স্বজনদের জানাযা নামায আদায় করতে যেতে পারবে।

দুই. সামগ্রিকভাবে পুরুষের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি এমন বৃদ্ধা মহিলারাও ফরজ নামাজের জন্য বা ধর্মীর্য় শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ বা যিকির—আযকারের জন্য মসজিদে যেতে পারবে।

তিন. লাবণ্যময়ী নয় এমন যুবতীরা শুধু ফরজ নামায জামাআত আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে পারবে এবং স্বীয় পরিবার বা আত্মীয়—স্বজনের জানাযার নামাযে উপস্থিত হবার অনুমতি রয়েছে। তবে ঈদের নামাযে কিংবা ধর্মীয় শিক্ষার আসর (তথা ওয়াজ—মাহফিল) বা যিকির—মজলিসে উপস্থিত হতে পারবে না।

চার. লাবণ্যময়ী সুন্দরী যুবতীর জন্য উত্তম হলো একেবারে বের না হওয়া।[৯]

তবে পরবর্তী আলিমগণ কয়েকটি শর্তারোধ করেছেন। যেমন: ১. সাজ—সজ্জা না করা, ২. সুগন্ধি ব্যবহার না করা, ৩. পুরষের ভীরের মধ্যে না যাওয়া, ৪. ফেতনার ভয় না থাকা ও ৫. রাস্তা নিরাপদ হওয়া তথা ফেতনার আশঙ্কা না থাকা।[১০] কাযি ইয়াদ বলেন, বর্তমান যুগে মহিলারা মসজিদে না যাওয়ার অভিমতই গ্রহণযোগ্য।[১১]

গ. শাফিয়ি মাযহাবের অভিমত:

শাফিয়ি আলিমদের মতে, যেসব বৃদ্ধা মহিলাদের প্রতি পুরুষ আকৃষ্ট হয়, এমন মহিলা এবং যুবতীদের জন্য মসজিদে পুরুষের জামাআতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ যদিও ফেতনার সম্ভবনা নেই।[১২] তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া স্বামী কিংবা অভিভাবকদের জন্যও মাকরূহ। তবে যদি মহিলা এমন বৃদ্ধা হয়, যার প্রতি পুরুষ আকৃষ্ট হয় না, সে সব মহিলার জন্য মসজিদের পুরুষের জামাআত উপস্থিত হবার অনুমতি রয়েছে। কারণ রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى المسجد فَلَا يَمْنَعُهَا

"যখন তোমাদের কারো কাছে তোমাদের স্ত্রী মসজিদে যাবার অনুমতি চায়, তাহলে তাকে বাধা দিও না।"

তাই যেসব বৃদ্ধা মহিলাদের প্রতি পুরুষ আকৃষ্ট হয় না এমন মহিলা যদি স্বামীর কাছে মসজিদে যেতে চায় এবং ফেতনার ভয় না থাকে, তাহলে স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হল, তাকে অনুমতি দেওয়া। তবে সুগন্ধী লাগিয়ে মসজিদে যাওয়া তাদের জন্য মাকরূহ। কারণ রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلات

"তোমরা আল্লাহর বন্দীদের তথা মহিলাদেরকে মসজিদের যাওয়া থেকে বারণ করো না; তবে (তারা বের হলে) তাদের উচিত সুগন্ধী ব্যবহার না করা।" তবে তাদের জন্য ঘরে নামায পড়াই উত্তম। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

لاتمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن

"তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বারণ করো না; তবে তাদের জন্য ঘরই উত্তম।"[১৩]

ঘ. হাম্বলি মাযহাবের অভিমত

হাম্বলী মাযহাবের পূর্ববর্তী আলিমদের মতে, সুগন্ধী ব্যবহার না করে বৃদ্ধা ও যুবতী উভয়ের জন্য মসজিদে পুরুষের জামাআতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। কারণ রাসুলের যুগে মহিলাগণ তাঁর পিছনে ইকতিদাহ করেই নামায আদায় করত। যেমন হযরত আয়েশা রা. বলেন—

كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — ثُمَّ يَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে মহিলাগণ নাযাম আদায় করতেন। তারপর তাঁরা চাদর দিয়ে চেহারা ও শরীর ঢেকে ঘরে ফিরে আসতেন। অন্ধকারের কারণে তাঁদেরকে চেনা যেত না।"[১৪]

পরবর্তী আলিমদের মতে, সুন্দরী মহিলাদের মসজিদে পুরুষের জামাআতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ। চাই তারা যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা হোক। কারণ তাদের ফেতনার ভয় রয়েছে। আর অসুন্দরী মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়া বৈধ। তাই যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা হোক। কিন্তু সুগন্ধী লাগিয়ে বা সাজসজ্জা করে কিংবা স্বামীর অনুমতি ছাড়া মসজিদে আসতে পারবে না। সর্বোপরি কথা হল তাদের নামাযের জন্য ঘরই উত্তম।[১৫]

ঙ. সালাফিদের অভিমত

সালাফিদের মতে, পুরুষের জামাআতে নারীদের অংশগ্রহণ শুধু বৈধই নয়; বরং এটি উত্তম। কেননা, নারীরা রাসুলুল্লাহর সাথে জামাআতে নামায আদায় করতেন।[১৬] ইবনু হাযম (মৃ. ৪৫৬হি.) বলেন,

وَقَدْ اتَّفَقَ جَمِيعُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمْنَعْ النِّسَاءَ قَطُّ الصَّلَاةَ مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ إلَى أَنْ مَاتَ عليه السلام؛ وَلَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ.

‘সমগ্র বিশ্ববাসী ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নারীদেরকে তাঁর সাথে মসজিদে নামায আদায় করা থেকে আমৃত্যু বারণ করেননি এবং তারপরে খুলাফায়ে রাশিদিনও নারীদেরকে বাধা দেননি।’’[১৭]

এখানে দু’ টি বিষয়। প্রথমত পুরুষের জামাআতে নারীদের অংশগ্রহণ করা বৈধ এবং দ্বিতীয়ত তারা হাদিসে বর্ণিত জামাআতে নামায আদায়ের সওয়াব পাবে।

মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ বৈধ হওয়ার দলিল

১নং হাদিস:

ابْنَ عُمَر، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ‘তোমাদের কারো স্ত্রী যখন তোমাদের নিকট মসজিদে যাবার অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দাও।’’[১৮]

২ নং হাদিস :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর বন্দীদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিও না।’’[১৯]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ

“তোমরা আল্লাহর বন্দীদেরকে মসজিদে নামায আদায় করা থেকে বাধা দিও না।’’[২০]

৩ নং হাদিস :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিও না। তবে তাদের ঘরই তাদের নামাযের জন্য সর্বোত্তম।’’[২১]

৪ নং হাদিস :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَمْنَعْهَا

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের কারো কাছে তোমাদের স্ত্রী মসজিদে যাবার জন্য অনুমতি চাইলে, তাদেরকে যেন কেউ বাধা না দেয়।”

এ ধরণের আরো হাদিস শরীফ রয়েছে। সবগুলো একই রকম হবার কারণে উল্লেখ করা হলো না।

মসজিদের জামাআতে নারীদের অংশগ্রহণের সওয়াব বেশি হওয়ার দলিল

রাসুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর বাণী—

عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة .

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, একাকী নামাযের চেয়ে জামাআতে নামাযের সওয়াব সাতাশগুণ বেশি।''[২২]

এ হাদিস আম, যা নারী—পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে পুরুষকে খাস করা হয়নি। তাই এ হাদিস নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পর্যালোচনা

উপরিউক্ত মাযহাবসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রধামত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। প্রথমত শর্ত সাপেক্ষ্যে নারীরা মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারবে; তবে তাদের জন্য উত্তম হলো নিজের ঘরে পড়া। অপর দৃষ্টিভঙ্গি হলো বিনা শর্তে মসজিদে যেতে পারবে এবং নামাযের জন্য মসজিদই তাদের জন্য উত্তম। এটি ইবনু হাযমসহ নব্য সালাফিদের অভিমত।

প্রথম অভিমতটি হানাফি, মালিকি, শাফিয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের অভিমত। হানাফি মাযহাবের পরবর্তী ফকিদের মতে, সব ধরণের নারীদের জন্য সকল ওয়াক্তের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া মাকরূহে তাহরিমি। আর বাকি তিন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ফেতনার আশঙ্কা নেই এমন নারীদের জন্য মসজিদে জামাআতে অংশগ্রহণ করা বৈধ এবং যাদের ব্যাপারে ফেতনা আশঙ্কা রয়েছে, তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। ফেতনার কারণ কী, তা নিয়েও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কারণগুলো হলো একত্রে সুন্দরী হওয়া, সাজসজ্জা করা, খুশবু ব্যবহার, অলংকার ব্যবহার করা, আকর্ষণীয় কাপড় পরিধান করা, রাস্তা অনিরাপদ হওয়া, নারী—পুরুষের ভিড় হওয়া ইত্যাদি। এসব কারণের মধ্যে কিছু কারণ রাসুলুল্লাহর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। যেমন খুশবু ব্যবহার না করা এবং রাতের নামাযে যাওয়া। অর্থাৎ সেই যুগে রাতে রাস্তা নিরাপদ হওয়ায় রাতের নামাযে মসজিদে যাওয়ার অনুমতির কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে মাযহাবি ফকিহগণ ইজতিহাদ করে ফেতনা সৃষ্টির বিবিধ কারণসমূহ বের করেছেন। এসব কারণসমূহকে একত্রে 'ফেতনার আশঙ্কা বা কারণ' বলে আখ্যায়িত করা যায়। সুতরাং নারীরা যদি মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে ফেতনার আশঙ্কামুক্ত থাকেন, তাহলে তাদের জন্য বৈধ আর যদি আশঙ্কামুক্ত না থাকেন, তাহলে তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। এখনকার নারীরা সাজসজ্জা, আকর্ষণীয় কাপড়—চোপড় পরিধান করাসহ ফেতনার যাবতীয় আশঙ্কার কারণে পরবর্তী হানাফি ফকিহগণ বলেছেন, বর্তমানে সকল প্রকার নারীর জন্য মসজিদে যাওয়া মাকরূহে তাহরিমি। কেননা, তারা এখন আর কোনোভাবে আশঙ্কামুক্ত নয়।

আমরা মনে করি, হানাফিদের পরবর্তী অভিমতটি যৌক্তিক নয়। কেননা, সাধারণভাবে নারীদের মসজিদে যাওয়া মাকরূহে তাহরিমি বা অবৈধ হলে অসংখ্য নারী নামায আদায় করতে পারবে না। কারণ বর্তমানে নারীরা তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈকিত কারণে ঘরের বাইরে যান বা বাইরে থাকেন। যেমন নারীরা সফরে যান, অফিস—আদালতে থাকেন, কর্ম সংস্থানে কাজ করেন, শিক্ষা—প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় অধ্যয়ন করেন। এ সময়ে তারা নামায কাযা না করে তাদের অফিস বা কর্ম সংস্থান কিংবা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মসজিদে পড়ে নেওয়াই নিরাপদ। কারণ তারা শুধু নামায পড়ার জন্যই ঘর থেকে বের হয়নি; বরং তাদের নিজেদের কাজে বের হয়েছে। ফেতনা সৃষ্টির আশঙ্কাটি তাদের অন্য কাজের জন্য

সৃষ্টি হয়েছে; নামাযের জন্য নয়। সুতরাং তাদের জন্য মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করা কোনো রকমের মাকরূহ না হয়ে বৈধ হওয়াই যৌক্তিক। এ দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য মাযহাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ যেসব নারীরা তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈকিত কারণে ঘর থেকে বাইরে যান, তাদের জন্যও মসজিদের জামাআতে মাকরূহ না হওয়াই যৌক্তিক। যদিও তারা সাজ—সজ্জা,আকর্ষণীয় কাপড়—চোপড় পরিধান করেন, সুন্দরী হন, অলংকার পরিধান করেন। কেননা, যেসব বিষয়গুলোকে ফেতনা সৃষ্টির আশঙ্কার কারণ মনে করা হয়েছে, তা শুধু নামাযের জন্যই করেনি; বরং এগুলো তাদের ব্যক্তিগত কাজের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এসব আশঙ্কার কারণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও তাদের জন্য নিজেদের সংশ্লিষ্ট নিকটস্থ মসজিদের জামাআতে নামায আদায় করা বৈধ হওয়াই যৌক্তিক। অপরদিকে যেসব নারী সাধারণত ঘরেই অবস্থান করেন, তাদের জন্য মাযহাবি দৃষ্টিকোণগুলি প্রযোজ্য। সুতরাং এসব নারী শুধু নামাযের জন্যই মসজিদে না যাওয়াও উত্তম।

কতিপয় হানাফি ফকিহ তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ‘হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সময়ে নারীদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করেন।’ এ তথ্যটি আমাদের গবেষণায় সঠিক বলে মনে হয়নি। কারণ তিনি নারীদের মসজিদে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন; তবে নিষেধ করেননি মর্মে হাদিস বর্ণিত রয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে রয়েছে,

، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَمْنَعْهَا "، قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ! فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي! قَالَ: فَطُعِنَ عُمَرُ، وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার রাদ্বিয়াহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কারো কাছে তোমাদের কোনো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে, তাদেরকে যেনো বাধা না দেয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার বলেন, হযরত ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার স্ত্রী মসজিদে নামায পড়তেন। তাঁকে হযরত ওমার বলেন, তুমি তো জানো যে, আমি এটি [মসজিদে নামায পড়া] পছন্দ করি না।,তদুত্তরে তাঁর স্ত্রী হযরত আতিকাহ বলেন, আল্লাহ শপথ! আপনি আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি পড়তেই থাকবো। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আঘাত করা হয়েছে। তখনো তিনি মসজিদে ছিলেন।’[২৩] অর্থাৎ হযরত ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওফাতপূর্বকাল পর্যন্ত তিনি মসজিদে যেতেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বীয় স্ত্রী আতিকাকে বলেন, إِنِّي لَا أَنْهَاكِ ‘আমি তোমাকে মসজিদে যেতে নিষেধ করবো না।’[২৪] এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেননি; তবে তিনি তা অপছন্দ করতেন। তাছাড়া এ তথ্যটি হানাফি ছাড়া অন্য কোনো মাযহাবের কিতাবে খোজে পাওয়া যায়নি।

অপর দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো সালাফিদের অভিমত। সালাফিদের দলিল—প্রমাণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, মসজিদে পুরুষদের জামাআত নারীদের অংশগ্রহণ বৈধ এবং তাদের কেউ মসজিদে যেতে চাইলে, তাদেরকে বাধা দেয়া বৈধ নয়। নারীদের মসজিদ গমন সংক্রান্ত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়ার বিষয়টি ছিলো অনুমতি পর্যায়ের; ওয়াজিব বা সুন্নাত পর্যায়ের ছিলো না। নতুবা তাদেরকে সেভাবে মসজিদে যাবার নির্দেশ দিতেন যেভাবে পুরুষদেরকে দেয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেন—

لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ، لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ، وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ

“ঘরের মধ্যে নারী ও শিশুরা যদি না থাকতো, তাহলে আমি (বিশেষভাবে) ঈশার নামাযের জমাত প্রতিষ্ঠা করে, যুবকদের নির্দেশ দিতাম যে, তারা যেন অনুপস্থিত পুরুষদের ঘরের যাবতীয় সম্পদ পুড়ে

দেয়।''[২৫] অপর বর্ণনায় রায়েছে, রাসুলুল্লাহ বলেন, "যেসকল পুরুষ মসজিদের জামাআত উপস্থিত হয় না, আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি তাদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।''[২৬] এ হাদিস শরীফ থেকে বুঝা গেল যে, নারীরা পুরুষদের মত মসজিদে যাবার ব্যাপারে নির্দেশিত নয় এবং জামাআতের সাথে নামায আদায় করা তাদের জন্য জরুরী ছিলো না। নারীদের উপর জামাআতে নামায পড়ার বিধান যদি জরুরী হতো, তাহলে পুরুষদের মতো নারীদেরকেও জমাত ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতো আর শিশুদের সাথে নারীদেরকে অক্ষম মনে করা হতো না। আর যেসব হাদীসে নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা না দিতে বলা হয়েছে, সেসব হাদীসে তাদেরকে তাদের স্বামী বা অভিভাবকের কাছে অনুমতি চাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। অনুমতি চাওয়ার বিষয় কখন আসে, যখন কাজটি করা তাদের ওপর ফরজ বা ওয়াজিব নয় । নতুবা মসজিদের জামাআত যদি নারীদের উপস্থিত হওয়াটা ওয়াজিব হতো, তাহলে অনুমতির প্রশ্ন আসতো না। কারণ ওয়াজিব আদায় করার ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন নেই যেমন মহিলাদের বিতরের নামায আদায়ের জন্য অভিভাবক বা স্বামীর অনুমিতর প্রয়োজন হয় না।

তবে মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করা নারীদের জন্য মুস্তাহাব ও অধিক ফযিলতপূর্ণ কিনা, এ ব্যাপারে মাযহাবি ও সালাফিদের মতভেদ রয়েছে। মাযহাবিদের মতে, নারীদের জন্য তাদের ঘরই উত্তম। আর সালাফিদের মতে, তাদের জন্য মসজিদই উত্তম এবং সেখানেই সওয়াব বেশি। এ ক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো,

عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة .

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, একাকী নামাযের চেয়ে জামাআতে নামাযের সওয়াব সাতাশগুণ বেশি।''[২৭] এ হাদিস আম, যা নারী—পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে পুরুষকে খাস করা হয়নি। তাই এ হাদিস নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমরা মনে করি, তাদের এ দাবি সঠিক নয়। এ হাদিস শরিফ আম বা ব্যাপক নয়, যা নারী—পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। কারণ অন্য হাদিস শরিফ দ্বারা রাসুলুল্লাহ নারীদেরকে এ হাদিস থেকে খাস করে নিয়েছেন। যেমন রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خير لَهُنَّ

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না। তবে তাদের নামাযের জন্য তাদের ঘরই সর্বোত্তম।''[২৮] তিনি আরো ইরশাদ করেন—

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَعْظَمُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا

"হযরত আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। মহানবী ইরশাদ করেন, নারীদের নিভৃত প্রকোষ্ঠ তথা বেডরুমের নামায উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠের নামাযের চেয়ে উত্তম ।''[২৯] এভাবে আরো বহু হাদিস রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ঘরে নামায পড়া নারীদের জন্য উত্তম ও অধিক ফযিলতপূর্ণ। এগুলো দ্বারা আরো বুঝা গেল যে, মসজিদের জামাআতের হাদিসে অন্তর্ভুক্ত নেই; বরং তারা ঘরের নামাযেই মসজিদের জামাআতের সওয়াব পাবে। যদি তারা সাতাশগুণ সওয়াব ঘরে না পেয়ে থাকেন, তাহলে তাদের নামাযের জন্য ঘর উত্তম হলো কীভাবে? হাদিস শরিফে যেহেতু বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য ঘরই উত্তম, সুতরাং ঘরে নামায পড়া তাদের জন্য মুস্তাহাব ও অধিক ফযিলতপূর্ণ।

অন্য মসজিদের তুলনায় মসজিদে নববীতে নামাযের সওয়াব পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, মহিলাদের নামাযের জন্য তাদের ঘরই সর্বোত্তম। এজন্য মহিলারা মসজিদের তুলনায় ঘরের নামাযেই সবচেয়ে বেশি সওয়াব লাভ করবে।[৩০] অধিক ফযিলত ও সওয়াব নারীদের ক্ষেত্রে ঘরের পড়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ জন্য মসজিদে নববীর প্রতিবেশি নারীরা ততটুকু

সওয়াব পাবেন, যতটুকু সওয়াব মসজিদে নববীতে নামায আদায়কারী পুরুষগণ পেয়ে থাকেন। ইমাম ইবনু খুযাইমা বলেন, "মসজিদে নববীতে নামাযের উল্লিখিত পরিমাণ সওয়াবের বিষয়টি রাসুলুল্লাহ শুধু পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেছেন।"[৩১] হযরত আব্দুল্লাহ ইবন সুয়াইদ আনসারী স্বীয় ফুফী থেকে বর্ণনা করেন—

أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، فَقَالَ :قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي .فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

"হযরত উম্মে হুমাইদ একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের নিকট এসে আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার সাথে নামায পড়তে ভালবাসি। তদুত্তরে রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আমি জানি যে, তুমি আমার সাথে নামায পড়তে ভালবাস। তবে তোমার নিভৃত প্রকোষ্ঠের (বেডরুম) নামায উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠের নামাযের চেয়ে উত্তম। তোমার ঘরের উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠে আদায় করা নামায বাড়ির সীমানার ভেতরের নামায থেকে উত্তম। তোমার বাড়ির সীমানার ভেতরে আদায় করা নামায মহল্লার মসজিদে আদায় করা নামায থেকে উত্তম। তোমার মহল্লার মসজিদে আদায় করা নামায আমার মসজিদের (মসজিদে নববী) নামাযের চেয়ে উত্তম।' এরপর হযরত উম্মে হুমাইদ নিজের জন্য ঘরে একটি মসজিদ তথা নামাযের বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর ঘরের একেবারে এক কোণায় অন্ধকারস্থানে তাঁর জন্য একটি মসজিদ তথা নামাযের স্থান বানানো হল। তিনি আমৃত্যু সেখানেই নামায আদায় করেছেন।" [৩২] ঘরই নারীদের সর্বোত্তম মসজিদ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন—

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

"হযরত আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। মহানবী ইরশাদ করেন, নারীদের নিভৃত প্রকোষ্ঠ তথা বেডরুমের নামায উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠের নামাযের চেয়ে উত্তম। তাদের ঘরের বদ্ধ প্রকোষ্ঠের নামায বেডরুমের নামায থেকে উত্তম।"[৩৩] তিনি আরো ইরশাদ করেন—

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَعْظَمُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا

"হযরত আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। মহানবী ইরশাদ করেন, নারীদের নিভৃত প্রকোষ্ঠ তথা বেডরুমের নামায উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠের নামাযের চেয়ে উত্তম।"[৩৪] হাদিস শরীফসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নারীদের জন্য অন্য মসজিদের চেয়ে মহল্লার মসজিদে সওয়াব বেশি, মহল্লার মসজিদের চেয়ে ঘরের সীমানার ভেতরে আদায়কৃত নামাযের সওয়াব বেশি, সীমানার ভেতরের চেয়ে ঘরের উন্মুক্ত রুম, উন্মুক্ত রুমের চেয়ে বেড় রুম এবং বেডরুমের চেয়ে নিভৃত বদ্ধ রুমে নামাযের সওয়াব বেশি। এ রকম হবার কারণ হলো নারীরা যতই গোপনে নিভৃতে নামায আদায় করবে, ততোই তাদের নামাযের সওয়াব বেশি। কারণ এখানেও তাদের নিরাপত্তা ও ফেতনার আশঙ্কার বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন নারীদের নামাযের জন্য অন্য মসজিদের চেয়ে মহল্লার মসজিদ বেশি নিরাপদ, মহল্লার মসজিদের চেয়ে নিজের ঘরের আঙ্গিনা নিরাপদ, ঘরের আঙ্গিনার চেয়ে ঘরের উন্মুক্ত রুম নিরাপদ, ঘরের উন্মুক্ত রুমের চেয়ে নিজের বেডরুম নিরাপদ এবং বেডরুমের চেয়ে নিভৃত বদ্ধ রুম নিরাপদ। একটি অপরটির চেয়ে বেশি নিরাপদ ও ফেতনার আশঙ্কামুক্ত হবার কারণে সওয়াবের ক্ষেত্রে এ তারতম্য হয়েছে। তাই নারীদের জন্য তাদের ঘরই সর্বোত্তম মসজিদ। এতেই তাদের নামাযের সওয়াবের আধিক্য রয়েছে।

তারপরও যদি কোন নারী ঘরে নামায না পড়ে, মসজিদে যেতে চায়, তাহলে তাদেরকে রাসুলুল্লাহ বাধা না দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কেন ? এর কারণ হল— সেই যুগের সবাই ছিলেন নতুন মুসলমান । সেই যুগ ছিল ইসলামের প্রথম যুগ এবং কুরআন অবতীর্ণ হবার যুগ। শরীয়তের নতুন নতুন বিধি—বিধান নাযিল হচ্ছিল। ঈমান, আকিদা, নামায, রোজা , হজ্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত ইসলামী বিধানাবলির মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্যই প্রয়োজন ছিলো। অথচ তাদেরতো এ বিষয়ে তেমন জ্ঞান ছিল না এবং থাকারও কথা নয়। তাছাড়া বর্তমানের মতো বিভিন্ন মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা পাবারও তেমন সুযোগ ছিল না। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইমামতিতে মুক্তাদি হয়ে নামায পড়ার গৌরব অর্জনের ব্যাপারটিও কম তাৎপর্যের ছিলো না। অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হতো। রাসূলুল্লাহ মসজিদে উপস্থিত সবার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাই সে সময় নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা না দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনেকে বলার চেষ্টা করে যে, ইসলামী বিধি—বিধান জানার জন্য নারীদের মসজিদে যাওয়া প্রয়োজন। মূলত সেই যুগের ওজুহাত কিন্তু বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বর্তমানে ধমীর্য় শিক্ষার জন্য মসজিদে যাওয়া দরকার নেই। বরং ঘরে বসেই ইসলামী জ্ঞানার্জন করা তাদের জন্য সম্ভব। এখনতো অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থের মত ধর্মীয় গ্রন্থ, ইসলামী প্রত্রিকা ও ম্যাগাজিন, ইসলামী প্রবন্ধও সহজলভ্য হয়েছে এমনকি এগুলো না কেনে বিভিন্ন মিডিয়া যেমন ইন্টারনেট থেকেও পড়া যায়। তদুপরি মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ও ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এ কারণে সাধারণ নারীদেরকে মসজিদে নেবার জন্য ধমীয় জ্ঞানার্জনের ওজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

নারীদের ঘরের নামায উত্তম হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি মসজিদে যেতে চাই, তাহলে তাদেরকে বাধা দেবার কারণ কী ? কেউ চাইলে তো উত্তম আমল না করে শুধু বৈধ বা মুবাহ আমলও করতে পারে। এ সংশয়ের নিরসন হল —মৌলিকভাবে তাদের মসজিদে যাবার বৈধতা থাকলেও, ফেতনার আশঙ্কার কারণে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু' এর যুগ থেকে তাদের মসজিদে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এখন জানা প্রয়োজন যে, ইসলামী শরীয়তে 'ফেতনার আশঙ্কা' বিষয়টি কিভাবে বিবেচিত হয় এবং ফেতনার আশঙ্কার কারণে কোন বৈধ আমল কি অবৈধ হতে পারে ? বস্তুত শরীয়তের মধ্যে ফেতনার আশঙ্কার কারণে বিধি—বিধানে পরিবর্তন আসতে পারে আর কোনো বৈধ আমল অবৈধ হতে পারে বা পরিস্থিতির কারণে বৈধতা স্থগিত হতে পারে। যেমন ইসলামের প্রথম যুগে রাসুলুল্লাহ মুসলমানদেকে কবর যেয়ারত থেকে নিষেধ করেছেন এ আশঙ্কায় যে, নব মুসলিমগণ মূর্তি পূঁজা ও কবর যেয়ারতের পার্থক্য বুঝতে না পেরে কবরকেও পূঁজা করা শুরু করবে। যেহেতু তাদের অনেকে পূঁজা করতে অভ্যস্থ ছিল। আর যখন তারা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারল এবং এ নিয়ে ফেতনার আশঙ্কা চলে গেল, তখন তিনি করব যিয়ারত করার নির্দেশ দিলেন। রাসুলুল্লাহ কাবা শরীফ পুন:নির্মাণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করার পরও ফেতনার আশঙ্কায় এ কাজ থেকে বিরত ছিলেন। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের জন্য মিছিল ও সমাবেশ করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সমাবেশের ফলে গোলযোগ সৃষ্টি বা ফেতনার আশঙ্কা থাকলে, প্রশাসন চাইলে ১৪৪ ধারা বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, জনগণকে তাদের বৈধ কাজ থেকে বাধা দিতে পারে। একইভাবে ইসলামী আইনশাত্রবিদগণ মহিলাদেরকে ফেতনার আশঙ্কার কারণে মাকরূহ ফতোয়া দিয়ে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফেতনার আশঙ্কা কি রাসূলের যুগে ছিল না ? এর জবাব হল— সকল যুগের চেয়ে রাসূলে করীমের যুগ ছিল উত্তম যুগ। এ যুগে ফেতনার আশঙ্কা খুবই কম ছিল; বরং ছিল না বললেই চলে এবং সেই সাথে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তাদের মসজিদে যাবারও প্রয়োজন ছিল। তাদের মসজিদে যাবার অনুমতি

থাকলেও, তা কিন্তু শর্তমুক্ত ছিল না; বরং শর্ত সাপেক্ষ ছিল। শর্ত ছিলো যে, তারা যেন এমনভাবে না আসে, যা পুরুষকে তাদের দিকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ তারা যেন সাজসজ্জা করে, সুন্দর পোশাক পড়ে, সুগন্ধি ও প্রসাধনীদ্রব্য ব্যবহার করে, আকর্ষণীয় অলংকারাদি পড়ে মসজিদে না আসে; বরং সাধারণ পোশাক পরে আসে।[৩৫] যেমন রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেন—

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

"যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করেছে, সে যেন আমাদের সাথে ঈশার নামায আদায় না করে।"[৩৬]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন—

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

"তোমরাদের কেউ মসজিদে উপস্থিত হলে, তোমরা(নারীরা) সুগন্ধী ব্যবহার করবে না।"[৩৭] ফেতনার আশঙ্কা থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে সুগন্ধি ব্যবহার না করে মসজিদে উপস্থিত হবার অনুমতি দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ফেতনার আশঙ্কা বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে আকার—ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন—

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

"তোমরা নারীদেরকে রাতে মসজিদে যেতে বাধা দিও না।"[৩৮] এ হাদীসে তাদেরকে রাতে যাবার অনুমতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ তখনকার সময়ে তাদের জন্য দিনের চেয়ে রাতই অধিক নিরাপদ ছিল। তখন বখাটেদের আনা—গোনা কম থাকত। এতে ফেতনার আশঙ্কা কম। এতে গেল যে, তাদের ফেতনার কথা বিবেচনা করেই রাসুলুল্লাহ তাদেরকে রাতে বাধা না দেবার কথা বলেছেন। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফ বলেছেন যে, বৃদ্ধা মহিলারা রাতের নামাযে মসজিদে উপস্থিত হতে পারবে; কিন্তু বর্তমানের অবস্থাতো ওই অবস্থার বিপরীত। কারণ এখনকার সময়ে দিনের চেয়ে রাতে ফেতনার আশঙ্কা আরো বেশি। তাই পরবর্তী উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, রাত বা দিনের সকল নামাযে বৃদ্ধাদেরও উপস্থিত হওয়া মাকরূহ। ফেতনার আশঙ্কার কারণেই রাসুলুল্লাহ মহিলাদেরকে সাজসজ্জা করে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন —

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ، وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ، وَتَبَخْتَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ

"একদিন রাসুলুল্লাহ মসজিদে বসা ছিলেন। তখন মুজাইন গোত্রের এক মহিলা খুব সাজসজ্জা করে মসজিদে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ তাকে দেখে বললেন, 'হে লোকসকল, তোমাদের নারীদেরকে সুন্দর কাপড় পরিধান ও অহংকার করে তথা সাজসজ্জা করে মসজিদে আসা থেকে বারণ করো। কারণ বনী ইসরাইলের নারীরা যখন সাজসজ্জা করে মসজিদে আত্মপ্রর্শনী শুরু করলো, তখনই তারা অভিশপ্ত হলো।"[৩৯] এ হাদীসে নারীদের সাজসজ্জা ছাড়া মসজিদে যাবার নির্দেশ দেয়ার কারণ হলো নারী—পুরুষ ঘটিত ফেতনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার জন্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاحْفَظُوا أَبْصَارَكُنَّ

"হে নারী সম্প্রদায়, যখন পুরুষগণ সাজদায় যায়, তখন তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত রেখো।"[৪০] এ সকল হাদিস থেকে বুঝতে বাকি রইল না যে, ফেতনার আশঙ্কার কারণেই রাসুলুল্লাহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এ সব দিক নির্দেশনা সাহাবায়ে কিরাম বিশেষকরে মহিলা সাহাবাগণ রাসূলের যুগে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাই তাদের থেকে কোন ধরণের ফেতনা প্রকাশ পাবার সম্ভবনা ছিল

না। কিন্তু পরবর্তীতে নারীদের পক্ষ থেকে ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে থাকলো যেমন উম্মুল মু' মিনীন হযরত আয়েশা তাঁর সময়ে নারীদেরকে পর্দার ব্যাপারে অমনোযোগী ও সাজসজ্জার প্রতি আকৃষ্ট দেখে বলেন—

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নারীদের এ নতুন অবস্থা দেখতেন, তাহলে তিনি এদেরকে অবশ্যই মসজিদে যেতে বিষেধ করতেন যেভাবে বনী ইসরাইল স□প্রদায়ের নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিলো।"[৪১] ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু' র যুগ তথা উত্তম যুগের নারীদের অবস্থা দেখে যদি হযরত আয়েশার এ মন্তব্য করেন, তাহলে এ যুগের নারীদেরকে দেখে কী বললেন ? তখনতো প্রত্যেক অপরাধের শাস্তি অপরাধীকে ভোগ করতে হতো। এতদসত্ত্বেও উত্তম যুগের নারীদের ফেতনার আশঙ্কার কারণে যদি তাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করা হয়, তাহলে এ যুগের নারীদের কি ফেতনার আশঙ্কা নেই ? এখনকার ফেতনার সম্ভাব্যতার মাত্রা কারো না জানার কথা নয়। এ সময়ে যদি মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে দেয়া হয়, তাহলে আমাদের মা—বোনেরা,যারা বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হন না, তারা মসজিদে যাবার সুবাদে অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশায় লিপ্ত হয়ে যাবে। ফলে নিঃসন্দেহে ফেতনার সৃষ্টি হবে। ফেতনায় জড়িয়ে যাওয়া হারাম। একটি অনুত্তম বৈধ কাজ করতে গিয়ে যদি হারাম কাজে লিপ্ত হবার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেই বৈধ কাজটি আর সাধারণভাবে বৈধ থাকতে পারে না; বরং মাকরূহ হয়ে যায়।

আমরা মনে করি, সকল নারীকে যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের জামাআতে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না, তেমনিভাবে সকলকে সাধারণভাবে নিষেধও করা যাবে না। এক্ষেত্রে সময়ের দাবি হলো, বর্তমান সময়ে এমনিতেই মহিলারা ঘরের বাইরে চলে যায় যেমন হাট—বাজার, স্কুল—কলেজ, অফিস—আদালত,শপিংমল, নিজনিজ কর্মস্থলসহ দূর—দূরান্তে সফর করে। এ ধরণের বিভিন্ন পরিস্থিতে তাদের ঘরের বাইরে নামায আদায় করতে হয়। তারা যখন এমনিতেই অন্য কাজে ঘরের বাইরে বের হয়, তখন যদি তারা উপরিউক্ত স্থানের মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহলে তা মকরূহ হবার সম্ভবনাও নেই। কারণ মাকরূহ থেকে বাঁচার নামায কাযা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে তারা যদি পুরুষদের জামাআতর অংশগ্রহণ করে, তাহলে নামাযের জন্য নতুন করে কোন ফেতনা সৃষ্টির আশঙ্কা নেই। যেহেতু উল্লিখিত স্থানে এমনিতেই নারী—পুরুষের যোগাযোগ বা মেলামেশা হয়। এভাবে যেখানে যেখানে নারী—পুরুষ একসাথে কাজ করে এবং পরস্পরের সাক্ষাত হয়, সেখানকার মসজিদে নামায পড়াও তাদের জন্য বৈধ এবং মাকরূহ হবার কারণ নেই। অনেক সময় উল্লিখিত স্থানের মসজিদে নামায পড়া নারীদের জন্য জরুরী হয়ে পড়ে যেমন অফিস—আদালত ও মার্কেটের মসজিদে কিংবা সফরকালে রাস্তার মসজিদে। তারা যদি সেখানে নামায আদায় না করে, তাহলে তাদের নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবে। এ ক্ষেত্রে নামায কাযা না করে, সেখানেকার মসজিদেই নামায পড়ে নেয়া প্রয়োজন। কারণ সেখানে ফেতনার আশঙ্কাও নেই আর সেই ওয়াক্তের নামায আদায় করাও তাদের ওপর ফরজ আর কাযা করা হারাম। তারা চাইলে জামাআত অংশগ্রহণ করে কিংবা একাকীও পড়ে নিতে পারে। বর্তমানে অফিস—আদালত, শিক্ষা—প্রতিষ্ঠান, কর্ম—সংস্থান, শপিংমলসহ বিভিন্œ জংশনে মসজিদ থাকা যেমন জরুরি, তেমনি সেখানের মসজিদে নারীদের জন্য নামাযের পৃথক রুম, পৃথক ওয়াশরুম, ওজুর ব্যবস্থা ও আলাদা দরজা রাখা একান্ত প্রয়োজন। অনেক মসজিদে এ ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে। নারীদের জন্য মসজিদে এ ধরণের ব্যবস্থা থকলে, সেই রকম মসজিদে ফেতনার আশঙ্কা থাকে না বললেই চলে।

অপরদিকে মসজিদে নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার কারণে সাধারণভাবে সোসাইটির নারী সকল নারীকে মসজিদমুখী করাও যৌক্তিক নয়। কেননা, যেসব নারী সাধারণত ঘরের বাইরে যায় না, তাদেরকে ঘর থেকে বের করে নিয়মিত মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করার মধ্যে ফতনার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ মসজিদের ভেতরে ফেতনার আশঙ্কা না থাকলেও, তারা নিয়মিত মসজিদে উপস্থিত হতে থাকলে, মসজিদে যাবার বাহানায় কিংবা পথিমধ্যে নারী—পুরুষের পারস্পারিক সাক্ষাত ও যোগাযোগের সৃষ্টি হবে। এতে পারস্পারিক সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে কিংবা কারো প্রস্তাবে কেউ অসম্মতির কারণে ফেতনা সৃষ্টির আশঙ্কা প্রবল রয়েছে। একটি বৈধ ও তুলনামূলক অনুত্তম কাজ তথা মসজিদে জামাআত নারীদের উপস্থিত হবার জন্য, হারাম কাজে লিপ্ত হবার আশঙ্কার দিকে তাদেরকে ঠেলে দেয়া যায় না। তাই বর্তমান পরিবেশ—পরিস্থিতির কারণেও জুমাসহ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে পুরুষদের জামাআত সাধারণভাবে নারীদের অংশগ্রহণ করা মাকরূহ ও অনুত্তম।

ঈদের নামাযের জন্য নারীদের ঈদগাহে উপস্থিত হবার বিষয়টি ছিলো নির্দেশ পর্যায়ের। এমনকি নামাযে অংশ গ্রহণে যাদের অনুমতি নেই যেমন ঋতুবর্তী মহিলা, তাদের প্রতিও ঈদের মাঠে হাজির হওয়ার নির্দেশ ছিলো । হযরত উম্মে আত্বিয়্যাহ বলেন—

أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রাপ্তা বয়স্কা নারীগণ এবং সাধারণত ঘর থেকে বের হয় না এমনসব নারীদেরকে ঘর থেকে ঈদগাহের দিকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ।”[৪২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত উম্মে আত্বিয়্যাহ বলেন—

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ،

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সময়ে প্রাপ্তা বয়স্কা নারীগণ, ঋতুবর্তী মহিলা এবং যারা সাধারণত ঘর থেকে কম বের হয় এমনসব নারীদেরকে ঘর থেকে ঈদগাহের দিকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । ঋতুবর্তী মহিলারা নামায থেকে দুরে থাকবে; তবে তারা মুসলমাদের দোয়া ও ভাল কাজে উপস্থিত হবে।”[৪৩] এ হাদিস থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, নারীদের ঈদগাহে উপস্থিতির বিষয়টি ছিলো নির্দেশ পর্যায়ের। এমনকি নামাযে অংশগ্রহণে যাদের অনুমতি নেই অর্থাৎ ঋতুবর্তী মহিলা, তাদের প্রতিও ছিলো ঈদের মাঠে হাজির হওয়ার নির্দেশ। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মত। তা হচ্ছে সব নামাযের মধ্যে ফরয নামাজের গুরুত্বই বেশী। তাও জামাআতের সাথে আদায় করাই শরীয়তের কাম্য। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন গুরুত্বপূর্ণ নামাযের জন্য নারীদের মসজিদে যেতে চাইলে যেতে না দেওয়া তথা ফরজ নামাযের জন্য তাদের মসজিদে যাবার শুধু অনুমতি থাকা আর ঈদের নামাজ ওয়াজিব বা সুন্নাত হওয়া সত্ত্বেও ঈদের নামাযে ও ঈদের মাঠে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়ার বিষয়টি বাহ্যিকভাবে অস্পষ্ট। কারণ যৌক্তিক বিচারে ফজর নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়াটা আবশ্যক হওয়া আর ঈদের নামাযে শরীক হওয়া বৈধ হওয়া যুক্তিযুক্ত; কিন্তু এখানে বিষয়টি বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিপরীত মনে হচ্ছে। এর কারণ হল— আসলে এ দু’ য়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ প্রত্যেক আদেশসূচক ক্রিয়া সব সময় ওয়াজিব অর্থের জন্য আসে না। অনেক সময় কাজের বৈধতা বুঝানোর জন্যও আসে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

“তোমরা(মুহরিম তথা হজ্ব বা ওমরার ইহরামকারী) ইহরাম থেকে মুক্ত হলে, (প্রাণী) শিকার করবে।”[৪৪] এখানে ইহরাম বা হজ্বের পর হাজীদেরকে শিকার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ শিকারের অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নতুবা সকল হাজীদের ওপর হজ্বের পর শিকার করা ওয়াজিব

হয়ে যেতো। অথচ হজ্বের পর হাজীদের শিকারের আবশ্যিকতার ব্যাপারে কেউ বলেন না। ঠিক একইবাবে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশটি কোন পর্যায়ের তা দেখতে হবে। মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কিত হাদিসগুলোতে আদেশসূচক পদগুলো ওয়াজিব বা আবশ্যক অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়নি;এমনকি মুস্তাহাব অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে বলে বলারও অবকাশ নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ নারীদের বেলায় ঘরের নামাযকে মসজিদে নববীর নামাযের চেয়েও উত্তম বলেছেন। সাধারণত মসজিদ ঘরের সন্নিকটেই হয়ে থাকে। এরপরও তিনি নারীদের জন্য ঘরের নামাযকে উত্তম বলেছেন। অথচ ঈদগাহতো সাধারণত ঘর থেকে অনেক দূরে হয়ে থাকে। এতে ফেতনার আশঙ্কাতো আরো বেশি রয়েছে। তাছাড়া যেখানে জুমা আর পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের জন্য নারীদের মসজিদে যাওয়া উত্তম কাজ হচ্ছে না, সেখানে কি করে ঈদের জামাআত তাদের উপস্থিত হওয়া উত্তম হতে পারে ? তদুপরি ঈদের নামাযে নারীদের যে কারণে উপস্থিত হবার নির্দেশ ছিল, সেই কারণও বর্তমানে অনুপস্থিত। যেমন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ এবং শত্রুদের চোখে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শনই ছিলো নারীদের ঈদগাহে উপস্থিত হবার মূল লক্ষ্য। নতুবা ঋতুবর্তী নারীদেরকে ঈদগাহে উপস্থিত হবার নির্দেশ দেয়া হতো না। পরবর্তীতে নারীদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হওয়া এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কারণে মহিলাদের ঈদগাহে গিয়ে শত্রুদেরকে সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করার মত প্রয়োজনীতা এখন আর নেই। তাহলে কী কারণে তারা ঈদগাহে যাবে ? নারীদের উত্তম আমলকে বাদ দিয়ে যারা নিছক বৈধ কাজ তাদের দিয়ে করাতে চায়, এর কারণ আমাদের বোধগম্য নয়।

উপসংহার

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের মসজিদের জামাআত উপস্থিত হবার অনুমতি ছিল। তবে ঘরে পড়া তখন থেকেই তাদের জন্য সর্বোত্তম ছিল। এ জন্য জুমা ও নৈদিক নামাযের জামাআত অনেকে মসজিদে আসত আবার অনেকে আসত না। পরবর্তীতে ফেতনার আশঙ্কার কারণে ফকিহগণ এটিকে মাহরূহ বলে ফতোয়া প্রদান করেন। নতুবা জরুরতের কারণে তারা বিশেষ ক্ষেত্রে মসজিদে নামায আদায় করতে পারবে।কেবল জামা ‘ত পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসা নারীদের জন্য মাকরূহ। তবে জরুরতের কারণে মহিলারা বিশেষ ক্ষেত্রে মসজিদে নামায আদায় করতে পারবে। যেমন সফররত অবস্থায় স্টেশনের মসজিদে অথবা কর্মস্থলের মসজিদে তারা নামায পড়তে পারবে। এ ক্ষেত্রে নামায কাযা না করে মসজিদে পড়ে নেয়া আবশ্যক। তবে সেখানকার মসজিদ কর্তৃপক্ষের উচিত হবে, নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট, অজুখানা ও নামাযের স্থানের ব্যবস্থা রাখা। আর ঈদগাহে নারীদের যেই কারণে যাবার নির্দেশ ছিল, সেই কারণ বর্তমানে বিদ্যমান নেই, বর্তমানে নারীদের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে যাওয়ার যেমন প্রয়োজনিয়তা নেই, তেমনি তা ফেতনার শংঙ্কমুক্ত নয় বিধায়, তা মাকরূহ।

তথ্যসূত্র

1. ১. আবুল মাআলি, বুরহানুদ্দিন মাহমুদ ইবনু আহমদ, আল্ মুহিতুল বুরহানি, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং. ১৪২৪হি.), খ. ২, পৃ. ১০২; বারবতি, আকমালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ, আল্ ইনাইয়া শারহুল হিদাইয়া, (মিশর: মাকতাবা ওয়া মাতবাআতু মুস্তাফা আল্ বাবি আল্ হালাবি, ১৩৮৯হি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৫।

2. ২ . আল্লামা কাসানী, বাদায়িউস সানাঈ, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি.) খ.১ ,পৃ.২৭৫–৭৬; আল্লামা ইবনু আবেদীন শামী, রাদ্দুল মুহতার, (বৈরুত : দারু ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি.), খ.১ ,পৃ.৫৬৬।
3. ৩. ইমাম কাসানী, প্রাগুক্ত।
4. ৪ . ইমাম হাসকফী, আদ্–দুররুল মুখতার, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি.) পৃ.৭৭।
5. ৫ . ইমাম শামী,প্রাগুক্ত।
6. ৬ . ইমাম আবূ দাউদ, আস–সুনান,(বৈরুত : আল–মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, সাইদা, স. ও তা. বি.),খ.১,পৃ.১৫৬, হা.নং–৫৭০; ইমাম হাকীম, আল– মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ,১৪১১ হি.),খ.১, পৃ.৩২৮, হা.নং– ৭৫৭।
7. ৭ . ইমাম ইবনু খুযাইমাহ, আস–সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮১৫, হা.নং– ১৬৯০।
8. ৮ . ড. যুহাইলী, আল–ফিকহুল ইসলামী ওয়া আলিল্লাতুহু, (দিমাস্ক : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ), খ.২ , পৃ. ১১৭২।
9. ৯ . সম্পাদনা পরিষদ, আল–মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুওয়াতিয়্যাহ, (কুয়েত: দারুস সালাসিল, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি.), খ.১৯, পৃ.১১১। সাভী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ, বালাগাতুস সালিক,(হালাব: মাকতাবু মুস্তফা আল্ বাবী আল্ হালাবী,১৩৭২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৬০।
10. ১০. শানকীতী, লাওয়ামিউদ্ দুরার, (মৌরিতানিয়া: দারুর্ রিদওয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭হি.), খ. ২, পৃ. ৪৮৮–৪৮৯।
11. ১১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৯।
12. ১২ . আহমদ ইবনু নক্বীব, উমদাদুস সালিক, (কাতার : আশ–শুউনুল দীনিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ,১৯৮২খৃ.), পৃ.৬৬; ইমাম নবভী, আল–মাজমু, (রিয়াদ : দারুল আলামিল কিতাব,১৪২৩ হি. স. বি.), খ.৯, পৃ. ২১২।
13. ১৩ . ইমাম নবভী, আল–মাজমু, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. ও স. বি.), খ.৪, পৃ. ২১৩–২১৪।
14. ১৪ . ইমাম ইবনু কুদামাহ, আল–মুগনী, (কায়রো : মাকতাবাতুল কাহিরাহ, ১৩৮৮ হি.), খ.২, পৃ. ১৪৯।
15. ১৫ . আল্লামা মনছূর বুহুতী, কাশ্শাফুল কিনা, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০২ হি.), খ.১, পৃ. ৪৫৬; ইমাম রুহাইবানী, মাতালিবু ঊলিন নুহা, (বৈরুত : আল–মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হি.), খ. ১, পৃ.৪৮৫।
16. ১৬. ইবনু হায্ম, আল্ মুহাল্লা, (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৬৭।
17. ১৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৬।
18. ১৮. ইমাম মুসলিম, সহীহু মুসলিম, (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, স. ও তা. বিহীন), খ.১, পৃ.৩২৭, হা.নং–১৩৭; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত,খ.৯, পৃ.১৭৭, হা.নং–৫২১১।
19. ১৯. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৫৫, হা.নং–৫৬৬;
20. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত,খ.১, পৃ.৩২৭, হা.নং–১৩৬।
21. ২০. ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ.৪৪৭, হা.নংÑ৬৩৮৭।
22. ২১. প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৩৩৭, হা.নং–৫৪৬৮; ইমাম ইবনু খুযাইমা, আস–সহীহ,(বৈরুত : আল–মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ,১৪২৪ হি.), খ.২, পৃ.৮১৩, হা.নং–১৬৮৪।

23. ২২. ইমাম বুখারী , আস্ সহীহ, (দিমাস্ক: দারু ইবনি কাসির, ৫ম সং. ১৪১৪হি.), খ. ১, পৃ. ২৩১, হা. নং–৬১৯।
24. ২৩. ইমাম আহমদ, আল্ মুসনাদ, (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং. ১৪২১হি.), খ.৮, পৃ. ১১৬।
25. ২৪. আব্দুর রাজ্জাক, আবু বাকর ইবনু হুম্মাম, আল্ মুসান্নাফ, (বৈরুত: তাওযিউল মাকতাবিল ইসলামি, ২য় সং. ১৪০৩হি.), খ. ৩, পৃ. ১৪৮।
26. ২৫. ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ.৩৯৮, হা.নং–৮৭৯৬।
27. ২৬. ইমাম বুখারী, আস–সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৩১, হা.নং–৬৪৪; ইমাম মুসলিম, আস–সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৪৫১, হা.নং–২৫২।
28. ২৭. ইমাম বুখারী , আস্ সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩১, হা. নং–৬১৯।
29. ২৮. ইমাম হাকীম, আল–মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি.),খ.১, পৃ.৩২৭, হ.নং–৭৫৫; ইমাম ইবনু খুযাইমা, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৮১৩, হা.নং–১৬৮৪; ইমাম ইবনু হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৫৯৫, হা.নং–২২১৭; ইমাম তাবারানী, আল–মু' জামুল কবীম, (কায়রো : মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, ২য় সংস্করণ) খ.২৫, পৃ.১৪৮, হা.নং–৩৫৬; ইমাম ইবনু হাজর আসকালানী, ফতহুল বারী, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ৩৪৯।
30. ২৯. ইমাম ইবনু খুযাইমা, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৮১৪, হা.নং–১৬৮৮।
31. ৩০. আল্লামা শাওকানী, নাইলুল আওতার, (মিশর : দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), খ.৩, পৃ.১৫৭।
32. ৩১. ইমাম ইবনু খুযাইমা, আস–সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৮১৫।
33. ৩২. ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত, খ.৪৫, পৃ. ৩৭, হা.নং– ২৭০৯০; ইমাম ইবনু খুযাইমা, প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ. ৮১৫, ১৬৮৯; ইবনু হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৯৫, হা.নং– ২২১৭; ইমাম ইবনু হাজর আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ৩৪৯।
34. ৩৩. ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হা.নং– ৫৭০; ইমাম হাকিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৩২৮, হা.নং– ৫৫৭; ইমাম বায়হাকী, আস–সুনানুল কুবরা, (হায়দারাবাদ : মজলিসু দায়িরাতুল মায়ারিফুন নিজামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৪ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৩১, হা.নং– ৫৫৬৭।
35. ৩৪. ইমাম ইবনু খুযাইমা, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৮১৪, হা.নং–১৬৮৮।
36. ৩৫. ইবনু হাজর আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩৪৯; মুল্লা আলী ক্বারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.৮৩৬।
37. ৩৬.. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৩২৮, হা.নং– ১৪৩; ইমাম ইবনু খুযাইমা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৮১১, হা.নং– ১৬৮০।
38. ৩৭ ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩২৮, হা. নং–১৪২; ইমাম বাগভী, শারহুস সুন্নাহ, (বৈরুত : আল–মাকতাবাতুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি.),খ.৩, পৃ.৪৩৯, হা.নং– ৮৬০।
39. ৩৮. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৩২৭, হা.নং– ১৩৮।
40. ৩৯. ইমাম ইবনু মাজাহ, আস–সুনান, (দারুল রিসালাতুল আলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪৩০হি.) খ.৫, পৃ.১৩৭, হা.নং– ৪০০১; আল্লামা মুনযিরী, আত্–তারগীব ওয়াত তারহীব, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি.)খ.৩, পৃ. ২৫, হা.নং–২৯৩৫; মুল্লা আলী ক্বারী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮৪৭; ইমাম সুয়ূতী, আল–ফাতুহুল কবীর,(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি.),খ.৩,পৃ.৩৬৭, হা.নং– ১৪১৭৬।

41. ৪০. ইবনু খুযাইমা, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৮১৭, হা.নং– ১৬৯৪; ইমাম ইবনু আবী শায়বা, আল–মুছান্নাফ,(রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ,১৪০৯ হি.), খ.১ম, পৃ.৪০২, হা.নং– ৪৬৫২।
42. ৪১. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৭৩, হা.নং– ৮৬৯; ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩২৮, হা.নং– ১৪৪।
43. ৪২. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২১, হা.নং–৯৭৪।
44. ৪৩. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৬০৬, হা.নং– ৮৯০।
45. ৪৪. আল–কুরআন, সূরা মায়িদা: ০২।